দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 31 MAR 1995 ...
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

260

অধ্যাপক মনোয়ারের মামলা সম্পর্কে হাইকোর্টের রায়

ঢাকা ভার্সিটি সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অবৈধ

সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ সম্প্রতি এক রায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের পয়লা জানুয়ারী, ১৯৯৪ তারিখে গৃহীত একটি সিদ্ধান্তকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত, অবৈধ ও ক্ষমতাবহির্ভূত বলে ঘোষণা করেছেন।

বিচারপতি এ এম মাহমুদুর রহমান এবং বিচারপতি মাহফুজুর রহমান সমন্বয়ে গঠিত এক ডিভিশন বেঞ্চ এই রায় প্রদান করে বাদী ডঃ এ কে মনোয়ার উদ্দীন আহমদকে মামলা খরচ বাবদ এক হাজার টাকা পরিশোধ করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে নির্দেশ প্রদান করেন।

মামলার বিবরণে জানা গেছে, অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এ কে মনোয়ার উদ্দীন আহমদ ১৯৯৩ সালের জুলাই মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীন হিসাবে দায়িত্ব নেয়ার পর তার অধীন 'খ' ইউনিটের ভর্তি তহবিলে সংঘটিত কিছু আর্থিক অনিয়ম তার গোচরে আসে। তিনি বিষয়টির প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ভাইস চ্যান্সেলরের সম্মতিক্রমে একটি চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট ফার্ম চার বছরের অডিট সম্পন্ন করে।

বিষয়টি আলোচনার জন্য ২৮ ডিসেম্বর '৯৩ ডীনদের এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় কর্তৃপক্ষ অডিট রিপোর্ট পেয়েছেন বলে জানানো হয়। ১৯৯২-৯৩ সালের ভর্তি কমিটির আহবায়ক এবং অন্যান্য সদস্য পয়লা জানুয়ারী '৯৪ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে পেশকৃত একটি দরখাস্তের মাধ্যমে এই অডিট করানোর জন্য সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের বর্তমান ডীন ডঃ এ কে মনোয়ার উদ্দীন আহমদের নিন্দা করেন এবং তাকে শাস্তি দেয়ার দাবি জানান। একই সঙ্গে তারা আরো দাবি করেন যে ওই অডিট রিপোর্ট তাদের মতে 'অবৈধ' বিধায় তা বাতিল করা হোক এবং ডঃ এ কে মনোয়ার উদ্দিন আহমদকে 'ঘ' ইউনিটের দায়িত্বে নিয়োজিত সাবেক অধ্যাপকসহ অন্যান্য সদস্যের কাছে মার্জনা ভিক্ষা করতে হবে।

পয়লা জানুয়ারীর '৯৪ সিন্ডিকেট সভায় ওই দরখাস্ত সরাসরি বিবেচনার জন্য পেশ করা হয় এবং সিন্ডিকেট অডিট রিপোর্ট "গ্রহণযোগ্য নয় এবং সঙ্গত কারণেই উহা অকার্যকর" ঘোষণা করে সিদ্ধান্ত নেয় যে "এ ধরনের অডিট করার ঘটনা উদ্দেশ্যমূলক ও নিন্দনীয়।"

মামলার আরজিতে উল্লেখ করা হয় যে, সিন্ডিকেট কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন শিক্ষককে 'নিন্দা' করার মাধ্যমে আসলে তাকে শাস্তিই দেয়া হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ—১৯৭৩ অনুযায়ী তদন্ত কমিটি গঠন না করে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে এবং ট্রাইব্যুনালের মাধ্যমে বিচারকার্য সমাধা না করে কোন প্রকার শাস্তি প্রদান করা যায় না। উল্লেখ্য যে, তিন সদস্যের যে ট্রাইব্যুনাল সিন্ডিকেট এ ক্ষেত্রে গঠন করে দেন, তার একজন সদস্য সংশ্লিষ্ট শিক্ষক কর্তৃক নির্বাচিত হওয়ার সুস্পষ্ট বিধান রয়েছে।

দেশের সংবিধানের ১০২ ধারা মোতাবেক আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের কোন বিধান নেই। আর্জিতে (রীট পিটিশন) উল্লেখ করা হয় যে সিন্ডিকেট তথা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ উক্ত আইন ও বিধির কোনটাই অনুসরণ করেননি।

আবেদনকারীর পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন বিশিষ্ট আইনজীবী সুপ্রীম কোর্টের সিনিয়র এডভোকেট খোন্দকার মাহবুব উদ্দিন আহমদ। তাকে সহায়তা করেন এডভোকেট আনোয়ারুল আজিম, এডভোকেট এমএইচ হায়দার এবং এডভোকেট এস এম মুনীর। খবর প্রেস বিজ্ঞপ্তির।